রংপুর অঞ্চলে আলু চাষের জন্য সার ব্যবস্থাপনা

সারের নাম	এসআরডিআই কর্তৃক স্থান ভিত্তিক মাটি পরীক্ষার করে সুপারিশকৃত সারের মাত্রা (গ্রাম/শতক)	খামারি এ্যাপস থেকে প্রাপ্ত সারের মাত্রা (এসআরডিআই -এর জরিপের মাধ্যমে সংগৃহীত ডাটা ব্যবহার করে তৈরী এ্যাপস) (গ্রাম/শতক)	কৃষক কর্তৃক প্রয়োগকৃত প্রকৃত সারের মাত্রা (গ্রাম/শতক)
ইউরিয়া	১১৩৮	১২৮৮	১৪০০
ডি এ পি	-	-	২০০০
টিএসপি	৩৯০	২০৩	-
এম ও পি	৮৭৩	৭১১	২০০০
জিপসাম	২৩৮	১৭২	৪০০
জিংক সালফেট	৪০	৪৯	৪০
বোরিক অ্যাসিড	৩০	১৮	৪০
ম্যাগনেসিয়ামসালফেট	২১২	৪৭০	২০০
ডলোচুন	৩.৫ (কেজি/শতক)	৪ (কেজি/শতক)	-
গোবর	৩০ (কেজি/শতক)	১৬ (কেজি/শতক)	৬০ (কেজি/শতক)

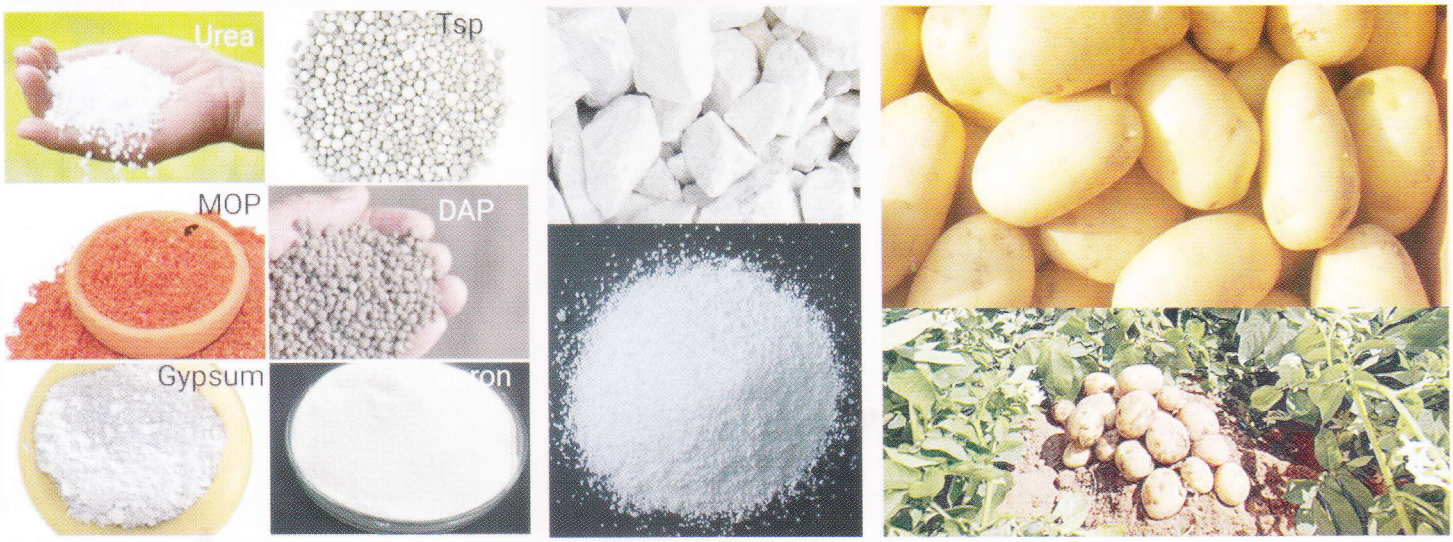

উপর্যুক্ত তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যায়, কৃষক কর্তৃক প্রয়োগকৃত সারের পরিমাণ প্রকৃত মাটি পরীক্ষা এবং খামারি অ্যাপস কর্তৃক সুপারিশকৃত সারের মাত্রার তুলনায় বেশি অথবা কম। তবে মাটি পরীক্ষার ভিত্তিতে ফসলের চাহিদা অনুযায়ী সুষম সার প্রয়োগের ফলে স্থান ভেদে ফলন প্রায় ১৫-৩০ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে। এর পাশাপাশি, সঠিক মাত্রায় সার প্রয়োগ করার ফলে সারের অপচয় রোধ হয়, যা কৃষকের খরচ কমায়।

তাছাড়া, অতিরিক্ত সার মাটিতে জমা না হওয়ায় পরিবেশের উপর ক্ষতিকর প্রভাব কমে যায়। অতিরিক্ত সারের কারণে পানি দূষণ বা মাটির স্বাস্থ্য ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার সম্ভাবনা ও কমে যায়। তাই-

- এসআরডিআই কর্তৃক প্রকৃত মাটি পরীক্ষার ভিত্তিতে আলুর জমিতে সুষম মাত্রা সার প্রয়োগ করা সবচাইতে উত্তম।
- জমিতে ডলোচুন প্রয়োগ করে চাষ দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে কমপক্ষে ৭ (সাত) দিন রেখে তার পর আলু লাগাতে হবে।
- ধানের জমিতে আলু চাষ করলে দস্তা সার পূর্ণমাত্রায় ব্যবহার করতে হবে।
- দস্তা এবং ফসফেট জাতীয় সার এক সাথে মিশিয়ে প্রয়োগ করা যাবে না। আগে পরে প্রয়োগ করতে হবে।

প্রচারে:

কৃষি তথ্য সার্ভিস, আঞ্চলিক কার্যালয়, রংপুর।

মুদ্রণ সংখ্যা: ৫,০০০ কপি, মুদ্রণ কাল: ১৫ অক্টোবর, ২০২৪

মুদ্রণ: সেগমেন্ট প্রিন্টার্স, সেন্ট্রাল রোড, রংপুর। সেল: ০১৭১৩ ৭৭ ৪৮ ৪৮